



# কেআরসি টাইমস

স্টে এনরিচড






VOL. 1 বর্ষ ১ ◆ শিলচর, মঙ্গলবার, ১০ নভেম্বর, ২০২৬ ইংরেজি ◆ ২৪ কার্তিক, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ ◆ www.krctimes/bangla

ISSUE-28 10 November 2026 ◆ Tuesday ◆ KRC TIMES Membership E-Copy East and NE India Edition ◆ Email : krctimes@gmail.com



আজকের সব তাজা ও গুরুত্বপূর্ণ খবর পেতে প্রতিদিন সন্ধ্যায় পড়ুন আমাদের ই-পেপার।
সাবস্ক্রিপশনের জন্য যোগাযোগ করুন : ৮৭২১৮৩৮৩১৩





# ৫০ বছরেও ক্ষমতায় ফিরবে না কংগ্রেস, রকিবুলকে কটাক্ষ হিমন্তের

## উচ্ছেদে জমিহারাদের জমি ফেরানোর প্রতিশ্রুতি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর পাল্টা আক্রমণ

**গুয়াহাটি :** উচ্ছেদ অভিযানে জমিহারা মানুষদের কংগ্রেস ক্ষমতায় ফিরলে তাঁদের জমি ফিরিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ধুবড়ির সাংসদ রকিবুল হুসেন। তাঁর এই বক্তব্যের পাল্টা জবাব দিয়ে কংগ্রেসকে কটাক্ষ করলেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা। মঙ্গলবার তিনি বলেন, অসমে ক্ষমতায় ফিরতে কংগ্রেসের আরও ৫০ বছর লেগে যেতে পারে। তাই জমিহারা মানুষদের এত দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে বলা অর্থহীন।

মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, '৫০ বছর পর কংগ্রেস ক্ষমতায় ফিরবে। তত দিনে দলটির অস্তিত্বও নাও থাকতে পারে। ৫০ বছর কে অপেক্ষা করবে? রকিবুল হুসেনের বরং যত দ্রুত সম্ভব জমি ফিরিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া উচিত ছিল।'



হিমন্তের পরামর্শ, সাংসদ হিসেবে রকিবুলের উচিত ছিল জেলাশাসকের সঙ্গে কথা বলে উচ্ছেদে জমিহারা পরিবারগুলির জন্য বিকল্প জমির ব্যবস্থা করার উদ্যোগ নেওয়া। প্রয়োজনে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে ভূমিহীনদের পুনর্বাসনের জন্য রাজ্য সরকারের কাছে আবেদন জানাতে পারতেন তিনি। একজন বিধায়ক বা সাংসদ হিসেবে তিনি নিজে এমন উদ্যোগই নিতেন বলে মন্তব্য করেন মুখ্যমন্ত্রী।

কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিভ্রান্ত করার অভিযোগও তোলেন হিমন্ত। তাঁর দাবি, ক্ষমতায় ফিরলেই জমি ফিরিয়ে দেওয়া হবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়ে কংগ্রেস সংখ্যালঘুদের ভোটব্যাঙ্ক হিসেবে ব্যবহার করতে চাইছে।

মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, কংগ্রেস ক্ষমতায় থাকাকালীন ভূমিহীনদের জমি দেওয়ার ব্যবস্থা করলে উচ্ছেদজনিত সমস্যা এড়ানো যেত। ক্ষমতায় ফেরার অপেক্ষা না করে রকিবুলের এখনই জমিহারা মানুষের জন্য জমির ব্যবস্থা করতে উদ্যোগী হওয়া উচিত।

## নির্বাচনী হলফনামায় তথ্য গোপনের অভিযোগ, মমতার বিরুদ্ধে মামলার হুঁশিয়ারি শুভেন্দুর

**কলকাতা :** নির্বাচনী হলফনামায় গুরুত্বপূর্ণ তথ্য গোপনের অভিযোগে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে মামলা দায়েরের হুঁশিয়ারি দিলেন বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। মঙ্গলবার নন্দীগ্রাম দিবসে গোকুলনগরে শহিদদের শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে তিনি জানান, শুধু মমতা নন, তাঁর মনোনয়ন গ্রহণ করা তৎকালীন রিটার্নিং অফিসারের বিরুদ্ধেও তদন্তের দাবি জানানো হবে। শুভেন্দুর অভিযোগ, নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার সময় মমতা হলফনামায় একাধিক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য গোপন করেছিলেন। মনোনয়নপত্র যাচাইয়ের সময় কয়েকজন প্রার্থী আপত্তি জানালেও তৎকালীন রিটার্নিং অফিসার তা খারিজ করে দেন। এই ঘটনায় আইনি পদক্ষেপ করা হবে বলে জানান তিনি। উল্লেখ্য, ২০২১ সালে নন্দীগ্রাম এবং ২০২৬ সালে ভবানীপুর কেন্দ্রে মমতাকে পরাজিত করেছিলেন শুভেন্দু।

## প্রবল বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত গোমতী, পরিস্থিতি মোকাবিলায় জেলা প্রশাসনের তৎপরতা

**আগরতলা :** প্রবল বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত ত্রিপুরার গোমতী জেলার একাধিক এলাকা। রবিবার সন্ধ্যায় ভারী বৃষ্টির জেরে পরিস্থিতি মোকাবিলায় উদ্ধার ও পুনরুদ্ধারের কাজে নেমেছে জেলা প্রশাসন। বিভিন্ন এলাকায় রাস্তা পরিষ্কার করে যান চলাচল স্বাভাবিক করার চেষ্টা চলছে। পরিস্থিতির উপর নজর রাখছে জেলা বিপর্যয় মোকাবিলা কর্তৃপক্ষ। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, মহকুমা প্রশাসন, পুলিশ, বিভিন্ন সরকারি দফতর এবং সিভিল ডিফেন্সের স্বেচ্ছাসেবীরা যৌথভাবে কাজ করছেন। এখনও পর্যন্ত বড় কোনও দুর্ঘটনা বা হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। তবে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে সংশ্লিষ্ট দফতরগুলিকে প্রস্তুত রাখা হয়েছে।



এদিকে বাসিন্দাদের অপ্রয়োজনে বাড়ির বাইরে না বেরোনোর পরামর্শ দিয়েছে প্রশাসন। জলমগ্ন রাস্তা, ঝুঁকিপূর্ণ সড়কপথ, উপচে পড়া নালা এবং প্রবল জলস্রোত রয়েছে এমন এলাকা এড়িয়ে চলতে বলা হয়েছে। কোনও দুর্ঘটনা বা জরুরি পরিস্থিতিতে দ্রুত প্রশাসন, পুলিশ কিংবা সংশ্লিষ্ট দফতরকে জানানোর আবেদন জানানো হয়েছে।

## শিলচর পুরনিগমে আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ, সাসপেন্ড হিসাব সুপারিনটেনডেন্ট রাজু দে

শিলচর, ১০ নভেম্বর: আর্থিক অনিয়মের অভিযোগে শিলচর পুরনিগমের হিসাব সুপারিনটেনডেন্ট রাজু দে-কে সাসপেন্ড করা হয়েছে। নবনির্বাচিত কাউন্সিলরদের শপথগ্রহণের এক সপ্তাহের মধ্যেই এই পদক্ষেপ ঘিরে পুরনিগমের অন্দরে চর্চা শুরু হয়েছে। পুর কমিশনার অঙ্কুর দাস গত ৭ নভেম্বর সাসপেনশন সংক্রান্ত নির্দেশ জারি করেন। পুরনিগমের আর্থিক লেনদেন ও হিসাবপত্রে একাধিক অসঙ্গতির অভিযোগ সামনে আসার পরই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে সূত্রের খবর। অভিযোগ, গত কয়েক বছরে পুরকর্মীদের বেতন



খাতে বরাদ্দ অর্থ এবং বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পে খরচের যথাযথ হিসাব দিতে পারেননি রাজু দে। কর্মীদের বেতন বাবদ নথিতে যে পরিমাণ ব্যয় দেখানো হয়েছে, প্রকৃত প্রয়োজনীয় অর্থের অঙ্ক তার তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে কম; এমন অভিযোগও উঠেছে। অভিযোগগুলির সত্যতা যাচাই করতে পুরনিগমের কার্যনির্বাহী আধিকারিক অভিজিৎ বে এবং আর্থিক ব্যবস্থাপনা আধিকারিক দেবাশিস শইকিয়াকে তদন্তের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তাঁদের তদন্ত রিপোর্ট রাজ্য সরকারের কাছে জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

## মণিপুরে ১২ নভেম্বর থেকে জাতীয় আদিবাসী চলচ্চিত্র উৎসব, দেখানো হবে ২৮টিরও বেশি ছবি

**ইম্ফল :** আদিবাসী জনজীবন, সংস্কৃতি, ভাষা ও ঐতিহ্যকে চলচ্চিত্রের মাধ্যমে তুলে ধরতে আগামী ১২ নভেম্বর থেকে মণিপুরে শুরু হচ্ছে দ্বিতীয় জাতীয় আদিবাসী চলচ্চিত্র উৎসব 'ট্রাইবাল ফ্রেমস মণিপুর ২০২৬'। চার দিনের এই উৎসব চলবে ১৫ নভেম্বর পর্যন্ত। প্রদর্শিত হবে উত্তর-পূর্ব ভারত, লাদাখ ও ঝাড়খণ্ড-সহ বিভিন্ন অঞ্চলের ২৮টিরও বেশি ছবি।




রাজ্যের আদিবাসী বিষয়ক ও পার্বত্য দফতরের উদ্যোগে ট্রাইবাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট এই উৎসবের আয়োজন করছে। সহযোগিতায় রয়েছে মণিপুর স্টেট ফিল্ম ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি। ইম্ফলের প্যালেস অডিটোরিয়ামে ছবিগুলি প্রদর্শিত হবে বলে জানিয়েছেন দফতরের অধিকর্তা আর রং পিটার।

উৎসবে পূর্ণদৈর্ঘ্যের ছবি, তথ্যচিত্র ও স্বল্পদৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্রের পাশাপাশি আলোচনা, মাস্টারক্লাস, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং আলোকচিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন থাকছে। তরুণ নির্মাতাদের জন্য 'টিএফএম ২০ এমার্জিং ভয়েসেস' কর্মশালায় ছয়টি পার্বত্য জেলার ২০ জন অংশ নেবেন। মিজোরামের চলচ্চিত্রের উপরও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে।

এদিকে ১৫ থেকে ১৮ নভেম্বর ইম্ফলের সিটি কনভেনশন সেন্টারে রাজ্যস্তরের আদিবাসী সাংস্কৃতিক উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। জনজাতীয় গৌরব দিবসে শুরু হওয়া এই আয়োজনে নৃত্য, সংগীত, হস্তশিল্প, তাঁতজাত পণ্য ও ঐতিহ্যবাহী খেলাধুলার প্রদর্শনী থাকবে। বিরসা মুন্ডার জন্মবার্ষিকী স্মরণে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ভিডিও কনফারেন্সে যোগ দেবেন।

## উত্তরপ্রদেশ ভোটের আগে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ধর্মীয় মেরুকরণের অভিযোগ বিজেপির

**গুয়াহাটি :** ২০২৭ সালের উত্তরপ্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ধর্মীয় মেরুকরণের রাজনীতি করার অভিযোগ তুলল অসম বিজেপি। বাবরি মসজিদ ধ্বংস, বাটলা হাউস সংঘর্ষ ও দীপাবলি নিয়ে কংগ্রেস নেতাদের মন্তব্যকে হাতিয়ার করে সোমবার সরব হয় দল।

গুয়াহাটিতে বিজেপির রাজ্য সদর দফতর অটলবিহারী বাজপেয়ী ভবনে সাংবাদিক বৈঠকে মুখপাত্র রঞ্জিব কুমার শর্মা অভিযোগ করেন, নির্বাচনী সুবিধা পেতে ধর্মীয় ও ঐতিহাসিক বিষয়গুলিকে




রাজনৈতিক আলোচনায় ফিরিয়ে আনছে কংগ্রেস। কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়্গের দীপাবলি নিয়ে মন্তব্যেরও সমালোচনা করেন শর্মা। ১৯৮৪ সালের শিখবিরোধী হিংসা, কাশ্মীরি পণ্ডিতদের হত্যা এবং অসম আন্দোলনে ৮৫৫ জনের মৃত্যুর প্রসঙ্গ তুলে সোনিয়ার প্রতিক্রিয়া নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি।

কেআরসি টাইমস
স্টে এনরিচড
সম্পাদকীয়
বিনোপন্দ
মঙ্গলবার, ২৪ কার্তিক, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, ১০ নভেম্বর, ২০২৬ ইংরেজি

# ভুয়ো চিকিৎসকের দৌরাত্ম্য রুখতে অসমে জরুরি নথি যাচাই

চিকিৎসকের কাছে মানুষ যান সুস্থ হওয়ার আশায়। কিন্তু সেই চিকিৎসকের ডিগ্রি যদি জাল হয়, রেজিস্ট্রেশন অবৈধ হয় কিংবা প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ছাড়াই তিনি রোগ নির্ণয় ও ওষুধ লিখে দেন, তা হলে চিকিৎসার নামে শুরু হয় বিপজ্জনক প্রতারণা। অসমের মতো বিস্তীর্ণ ও ভৌগোলিকভাবে জটিল রাজ্যে ভুয়ো চিকিৎসকের সম্ভাব্য দৌরাত্ম্য তাই নিছক আইনশৃঙ্খলার সমস্যা নয়, এটি জনস্বাস্থ্যের গুরুতর উদ্বেগ। পশ্চিমবঙ্গে চিকিৎসকদের রেজিস্ট্রেশন ও যোগ্যতার নথি যাচাইয়ের উদ্যোগ অসমের কাছেও গুরুত্বপূর্ণ সতর্কবার্তা।

পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্যমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী, রাজ্যের নথিভুক্ত প্রায় ১ লক্ষ ১০ হাজার চিকিৎসকের রেজিস্ট্রেশন ও শংসাপত্র যাচাইয়ের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে অন্য রাজ্যের শংসাপত্র দেখিয়ে চিকিৎসা করছেন, এমন ব্যক্তিদের নথির সত্যতা পরীক্ষার উপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। চিকিৎসা ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করতে এই উদ্যোগ প্রশংসনীয়। অসমেও একই ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা উপেক্ষা করার অবকাশ নেই।

বরাক ও ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার বিস্তীর্ণ অঞ্চল, নদীভাঙনপ্রবণ চরাঞ্চল, চা-বাগান, পাহাড়ি জনপদ এবং সীমান্তবর্তী গ্রামগুলিতে স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া এখনও বড় চ্যালেঞ্জ। অনেক প্রত্যন্ত এলাকায় সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পৌঁছতে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হয়। কোথাও চিকিৎসকের অভাব, কোথাও বিশেষজ্ঞ পরিষেবার অপ্রতুলতা। ফলে বহু মানুষ বাধ্য হয়ে স্থানীয় চেম্বার বা সহজলভ্য চিকিৎসকের উপর নির্ভর করেন। সাধারণ রোগীর পক্ষে চিকিৎসকের ডিগ্রি কিংবা রেজিস্ট্রেশনের সত্যতা যাচাই করাও সহজ নয়। এই অসহায়তাকে কাজে লাগিয়ে কেউ ভুয়ো চিকিৎসকের পরিচয়ে ব্যবসা চালালে তার পরিণতি ভয়াবহ হতে পারে।

ভুল চিকিৎসার বিপদ সব সময় তাৎক্ষণিকভাবে ধরা পড়ে না। অ্যান্টিবায়োটিকের যথেচ্ছ ব্যবহার, স্টেরয়েডের অপপ্রয়োগ, ভুল ওষুধের মাত্রা কিংবা রোগ নির্ণয়ে বিলম্ব সাধারণ অসুস্থতাকেও জটিল করে তুলতে পারে। বিশেষ করে প্রসূতি ও শিশু চিকিৎসার ক্ষেত্রে অযোগ্য ব্যক্তির হস্তক্ষেপ প্রাণঘাতী হয়ে উঠতে পারে। রোগী যখন ভুল চিকিৎসার বিষয়টি বুঝতে পারেন, ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে যায়। তাই ভুয়ো চিকিৎসকদের শনাক্ত করা কোনও ঐচ্ছিক প্রশাসনিক কাজ নয়, মানুষের জীবন রক্ষার অপরিহার্য দায়িত্ব।

অসম সরকারের প্রথম পদক্ষেপ হওয়া উচিত রাজ্যের চিকিৎসকদের রেজিস্ট্রেশন ও শিক্ষাগত যোগ্যতার একটি হালনাগাদ, স্বচ্ছ এবং সহজে যাচাইযোগ্য তথ্যভান্ডার তৈরি করা। সরকারি-বেসরকারি হাসপাতাল, নার্সিংহোম, ক্লিনিক ও ব্যক্তিগত চেম্বারে চিকিৎসকের রেজিস্ট্রেশন নম্বর এবং স্বীকৃত যোগ্যতা প্রদর্শন বাধ্যতামূলক করা যেতে পারে। সাধারণ মানুষ যাতে অনলাইন বা স্থানীয় স্বাস্থ্য দফতরের মাধ্যমে এই তথ্য যাচাই করতে পারেন, তারও ব্যবস্থা প্রয়োজন। অন্য রাজ্যের শংসাপত্রের ক্ষেত্রেও সংশ্লিষ্ট মেডিক্যাল কাউন্সিলের সঙ্গে যোগাযোগ করে সত্যতা নিশ্চিত করতে হবে।

তবে নথি যাচাইয়ের নামে প্রকৃত চিকিৎসকদের হয়রানি করা চলবে না। তদন্তের প্রক্রিয়া হতে হবে স্বচ্ছ এবং নির্দিষ্ট সময়সীমাবদ্ধ। অভিযোগ প্রমাণিত হলে জাল ডিগ্রিধারীদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা, বেআইনি চেম্বার বন্ধ এবং প্রয়োজনীয় পেশাগত নিষেধাজ্ঞার মতো কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে। পাশাপাশি আন্তঃরাজ্য তথ্য আদানপ্রদানের মাধ্যমে জাল শংসাপত্রের চক্র ভাঙতে হবে।

একই সঙ্গে মনে রাখতে হবে, ভুয়ো চিকিৎসকের বিস্তারের অনুকূল পরিবেশ তৈরি করে স্বাস্থ্য পরিষেবার ঘাটতিও। তাই শুধু অভিযান চালিয়ে সমস্যার স্থায়ী সমাধান সম্ভব নয়। প্রত্যন্ত এলাকায় চিকিৎসক নিয়োগ, প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলির পরিকাঠামো উন্নয়ন, নিয়মিত ওষুধের জোগান, স্বাস্থ্যশিবির এবং জরুরি চিকিৎসা পরিষেবা বাড়াতে হবে। চরাঞ্চল, চা-বাগান ও পাহাড়ি এলাকায় ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসা পরিষেবা এবং টেলিমেডিসিনের পরিসর সম্প্রসারণও জরুরি।

চিকিৎসা পেশার ভিত্তি বিশ্বাস। সেই বিশ্বাসকে পুঁজি করে কেউ জাল পরিচয়ে মানুষের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেললে তার বিরুদ্ধে আপসহীন ব্যবস্থা নিতে হবে। পশ্চিমবঙ্গের উদ্যোগ থেকে শিক্ষা নিয়ে অসমেও চিকিৎসকদের যোগ্যতা যাচাই, বেআইনি চিকিৎসার বিরুদ্ধে নজরদারি এবং স্বাস্থ্য পরিকাঠামো শক্তিশালী করার সমন্বিত কর্মসূচি গ্রহণ করা প্রয়োজন। কারণ, রোগীর জীবন কোনও পরীক্ষাগার নয়, চিকিৎসকের পরিচয়ও প্রতারণার আড়াল হতে পারে না। ভুয়ো চিকিৎসকের বিরুদ্ধে লড়াই আসলে মানুষের নিরাপদ চিকিৎসার অধিকার রক্ষার লড়াই।

# ওয়াশিংটনের ক্ষমতার পালাবদলে কতটা বদলাবে উত্তর-পূর্বের ভবিষ্যৎ?

## *ইরান যুদ্ধ, অসমের চা ও জ্বালানি নিরাপত্তায় বড় প্রশ্ন*

**কাঞ্চন দাস**

আমেরিকার মধ্যবর্তী নির্বাচনে ডেমোক্র্যাটদের জয় এবং ওয়াশিংটনে রাজনৈতিক ক্ষমতার সমীকরণ বদল ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের কাছেও বিশেষ তাৎপর্য বহন করছে। প্রথম দেখায় মার্কিন কংগ্রেসের পালাবদলের সঙ্গে অসম, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড কিংবা মণিপুরের সম্পর্ক সরাসরি চোখে পড়ে না। কিন্তু বিশ্ব অর্থনীতির পারস্পরিক নির্ভরতার যুগে দূরবর্তী যুদ্ধ, বাণিজ্যনীতি কিংবা অভিবাসন সংক্রান্ত সিদ্ধান্তের প্রভাব স্থানীয় বাজার, কর্মসংস্থান ও সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনে পৌঁছতে পারে। অসমের চা রফতানি থেকে নাগাল্যান্ডের রান্নার গ্যাস, মণিপুরের মানবিক সংকট থেকে সীমান্ত বাণিজ্য; বিভিন্ন ক্ষেত্রেই ওয়াশিংটনের নীতির প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

৩ নভেম্বরের মার্কিন মধ্যবর্তী নির্বাচনে ডেমোক্র্যাটরা প্রতিনিধি পরিষদ ও সেনেট, অর্থাৎ কংগ্রেসের দুই কক্ষেই সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছে। ইরানের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানের বিরোধিতা এবং জীবনযাত্রার ব্যয়বৃদ্ধি রিপাবলিকানদের পরাজয়ের অন্যতম কারণ বলে জানিয়েছেন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স। তাঁর বক্তব্য, যুদ্ধের কারণেই এই হার। ফলে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের হাতে নির্বাহী ক্ষমতা থাকলেও আগামী দু'বছর তাঁকে বিরোধী কংগ্রেসের চাপ সামলে চলতে হবে। ইরান যুদ্ধ, সামরিক ব্যয়, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য এবং অভিবাসন নীতি নিয়ে প্রশাসনের উপর নজরদারি বাড়বে।

তবে কংগ্রেসে সংখ্যাগরিষ্ঠতা বদলালেই মার্কিন বিদেশনীতি রাতারাতি পাল্টে যাবে, এমন ধারণা বাস্তবসম্মত নয়। প্রেসিডেন্টের হাতে সামরিক ও কূটনৈতিক সিদ্ধান্তের গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতা রয়েছে। কংগ্রেস যুদ্ধের অর্থায়ন, প্রশাসনিক ব্যয় এবং নীতির উপর তদন্ত ও রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টি করতে পারে। ফলে সংঘাতের খরচ ও পরিণতি নিয়ে বিতর্ক বাড়বে, কিন্তু যুদ্ধ বন্ধের নিশ্চয়তা তৈরি হবে না। উত্তর-পূর্ব ভারতের জন্য এই পরিবর্তনের গুরুত্ব তাই সম্ভাবনা ও অনিশ্চয়তা; দুইয়ের মধ্যেই নিহিত।

উত্তর-পূর্ব ভারতের অর্থনীতির সঙ্গে পশ্চিম এশিয়ার সংঘাতের সবচেয়ে প্রত্যক্ষ যোগ রয়েছে অসমের চা শিল্পে। ইরান দীর্ঘদিন ধরেই অসমের অর্থোডক্স চায়ের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বাজার। এই বাণিজ্যের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছেন চা বাগানের উৎপাদক, শ্রমিক, ছোট চা চাষি, নিলামকেন্দ্র এবং পরিবহণ ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত বহু মানুষ। ২০২৫ সালে ভারত ইরানে প্রায় ১ কোটি ১২ লক্ষ ৫০ হাজার কেজি চা রফতানি করেছে। ফলে ইরান ও আশপাশের দেশগুলিতে দীর্ঘস্থায়ী অস্থিরতা তৈরি হলে অসমের চায়ের আন্তর্জাতিক বাজারে তার প্রভাব পড়তে পারে।

সমস্যাটি শুধু রফতানি কমে যাওয়ার নয়। যুদ্ধের কারণে জাহাজ চলাচল ব্যাহত হলে পরিবহণ খরচ ও বিমার প্রিমিয়াম বাড়ে। আমদানিকারকেরা পণ্য কেনার সিদ্ধান্ত পিছিয়ে দিতে পারেন। অর্থ লেনদেন, বন্দর পরিষেবা এবং পণ্য পৌঁছনোর সময় নিয়েও অনিশ্চয়তা তৈরি হয়। আন্তর্জাতিক বাজারে এই অস্থিরতার চূড়ান্ত চাপ পড়তে পারে উৎপাদকদের উপর। গুয়াহাটি টি অকশন বায়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক দীনেশ বিহানি পশ্চিম এশিয়ার অস্থিরতা দীর্ঘায়িত হলে ভারতীয় চা শিল্পের উপর চাপ বাড়ার আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন।

অসম সরকার ৪৮৬টি চা বাগানের জন্য বিশেষ প্রণোদনা প্রকল্পে ৯৪.৭০ কোটি টাকা ছেড়েছে। অর্থোডক্স চায়ের ভর্তুকি কেজিপ্রতি ১০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১৫ টাকা করার ঘোষণাও হয়েছে। এই সহায়তা শিল্পকে কিছুটা স্বস্তি দিতে পারে, কিন্তু আন্তর্জাতিক বাজারের অনিশ্চয়তা দীর্ঘদিন সামাল দেওয়ার বিকল্প নয়। ইরানের সঙ্গে বাণিজ্যিক যোগাযোগ স্বাভাবিক রাখা, নতুন বাজার খোঁজা এবং রফতানিকারকদের পরিবহণ ও আর্থিক ঝুঁকি কমানো তাই জরুরি। মার্কিন কংগ্রেসে যুদ্ধবিরোধী চাপ বাড়লে কূটনৈতিক আলোচনার পরিবেশ তৈরি হতে পারে। তবে তার ফল নির্ভর করবে ওয়াশিংটন, তেহরান এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক শক্তিগুলির সিদ্ধান্তের উপর।

উত্তর-পূর্বের আরেকটি বড় উদ্বেগ জ্বালানি নিরাপত্তা। ইরান যুদ্ধের কারণে হরমুজ প্রণালিতে জাহাজ চলাচল ব্যাহত হলে ভারতের অপরিশোধিত তেল ও তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাসের আমদানি প্রভাবিত হতে পারে। ভারতের এলপিজি আমদানির বড় অংশ এই গুরুত্বপূর্ণ সমুদ্রপথের উপর নির্ভরশীল। ফলে হরমুজে অস্থিরতা আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম, রান্নার গ্যাসের সরবরাহ এবং মূল্য;সব ক্ষেত্রেই অনিশ্চয়তা তৈরি করতে পারে। এর প্রভাব শেষ পর্যন্ত পরিবারের মাসিক খরচ, পরিবহণ ভাড়া এবং পণ্য উৎপাদনের ব্যয়ে পড়ে।

উত্তর-পূর্বে এই ঝুঁকির বিশেষ মাত্রা রয়েছে। গুয়াহাটি, ডিগবয়, বঙাইগাঁও ও নুমালিগড়ের মতো শোধনাগার আঞ্চলিক জ্বালানি ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। কিন্তু এগুলি আন্তর্জাতিক বাজারের ওঠানামা থেকে অঞ্চলকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন করতে পারে না। নাগাল্যান্ড, মিজোরাম, মণিপুর ও মেঘালয়ের প্রত্যন্ত পাহাড়ি এলাকায় সরবরাহ ব্যবস্থা দীর্ঘ ও ব্যয়বহুল। জাতীয় স্তরে জ্বালানি সংকট তৈরি হলে পরিবহণের সীমাবদ্ধতা স্থানীয় দুর্ভোগ বাড়াতে পারে। তাই বিকল্প সরবরাহ, পর্যাপ্ত মজুত, দক্ষ বিতরণ এবং জরুরি পরিস্থিতির পরিকল্পনা উত্তর-পূর্বের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

বাংলাদেশ, মায়ানমার ও ভুটানের সঙ্গে যোগাযোগও এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক ভবিষ্যতের অংশ। ভারতের অ্যাক্ট ইস্ট নীতির সাফল্য অনেকটাই নির্ভর করে প্রতিবেশী দেশগুলির সঙ্গে স্থল, নদী ও সমুদ্রপথে বাণিজ্য কতটা কার্যকর করা যায় তার উপর। বাংলাদেশের চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দর ব্যবহার করে উত্তর-পূর্বের পণ্য পরিবহণের সম্ভাবনা রয়েছে। মায়ানমারের মাধ্যমে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বাজারে পৌঁছনোর পরিকল্পনাও ভারতের আঞ্চলিক সংযোগ কৌশলের অংশ।

পশ্চিম এশিয়ার সংঘাত দীর্ঘস্থায়ী হলে জ্বালানি ও পরিবহণ ব্যয় বাড়তে পারে, যা এই বাণিজ্যিক পরিকল্পনার খরচেও প্রভাব ফেলবে। অন্যদিকে, পশ্চিম এশিয়ায় স্থিতিশীলতা ফিরলে ভারত তার পূর্ব সীমান্তের যোগাযোগ, বাণিজ্যিক পরিকাঠামো এবং আঞ্চলিক সহযোগিতায় আরও মনোযোগ দিতে পারবে। তবে সীমান্ত অবকাঠামো, কাস্টমস ব্যবস্থা, সড়ক ও রেল যোগাযোগ এবং স্থানীয় উৎপাদকদের বাজারে প্রবেশের সুযোগ উন্নত না করলে এই সম্ভাবনা বাস্তবায়িত হবে না।

মার্কিন অভিবাসন নীতিও উত্তর-পূর্বের তরুণদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। এই অঞ্চলের বহু শিক্ষার্থী উচ্চশিক্ষা, গবেষণা ও প্রযুক্তিক্ষেত্রে কাজের জন্য বিদেশে যাওয়ার স্বপ্ন দেখেন। আমেরিকা তাঁদের কাছে অন্যতম গন্তব্য। ট্রাম্প প্রশাসনের ভিসা ফি বৃদ্ধি এবং অভিবাসন নীতির কঠোরতা আন্তর্জাতিক ছাত্র ও পেশাদারদের মধ্যে উদ্বেগ তৈরি করেছে। ভারতীয়দের কাছে এইচ-১বি ভিসার গুরুত্ব বিশেষভাবে বেশি। নতুন কংগ্রেসে এই বিধিনিষেধ নিয়ে তদন্ত ও আলোচনা হলে ভবিষ্যতে কিছুটা স্বস্তির সম্ভাবনা তৈরি হতে পারে। তবে ভিসা নীতি বদলাবে কি না, তা নির্ভর করবে প্রশাসন ও আইনসভার সমঝোতার উপর।

বিষয়টি শুধু চাকরির ভিসায় সীমাবদ্ধ নয়। আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে গবেষণা সহযোগিতা, শিক্ষাবৃত্তি, প্রযুক্তি বিনিয়োগ এবং দক্ষতা উন্নয়নের ক্ষেত্রেও মার্কিন নীতির প্রভাব রয়েছে। উত্তর-পূর্বের বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে আন্তর্জাতিক যোগাযোগ বাড়লে স্থানীয় শিক্ষার্থী ও গবেষকেরা উপকৃত হতে পারেন। সে জন্য রাজ্যগুলিকে বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সহযোগিতা, ভাষা ও প্রযুক্তি প্রশিক্ষণ এবং গবেষণার পরিকাঠামো উন্নয়নে উদ্যোগী হতে হবে।

# দুই কুকি যুবকের হত্যাকাণ্ডের তদন্তভার এনআইএ-র হাতে

## জড়িত কাউকেই রেহাই দেওয়া হবে না, পরিবারকে আশ্বাস মুখ্যমন্ত্রী খেমচাঁদের

**ইম্ফল :** মণিপুরে দুই কুকি যুবকের হত্যাকাণ্ডের তদন্তভার জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (এনআইএ)-র হাতে তুলে দিয়েছে রাজ্য সরকার। সোমবার এই কথা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ওয়াই খেমচাঁদ সিং। নিহত দুই যুবক পাওগিনলাল হাংশিং এবং টিংগিনলুন চংলোইয়ের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করে তিনি আশ্বাস দিয়েছেন, এই হত্যাকাণ্ডে জড়িত কাউকেই রেহাই দেওয়া হবে না। প্রত্যেক অভিযুক্তকে আইনের আওতায় আনা হবে।

গত ১ নভেম্বর সেনাপতি জেলার একটি এলাকা থেকে উদ্ধার হয় দুই যুবকের দেহ। তাঁরা দু'জনেই কাংপোকপি জেলার তাফৌ কুকি গ্রামের বাসিন্দা। গত ২৮ অক্টোবর থেকে তাঁদের কোনও খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না। নিখোঁজ হওয়ার কয়েক



দিন পর নিরাপত্তা বাহিনীর যৌথ তল্লাশি অভিযানে তাঁদের দেহ উদ্ধার হয়।

পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সাক্ষাতের সময় মুখ্যমন্ত্রী জানান, তদন্তের স্বার্থে কিছুটা সময় লাগতে পারে। তবে অপরাধীদের শনাক্ত করে গ্রেফতারের ক্ষেত্রে সরকার কোনও আপস করবে না। তদন্তের স্বার্থে সাধারণ মানুষের কাছেও সহযোগিতার আবেদন জানিয়েছেন তিনি।

এদিন মুখ্যমন্ত্রীর কাছে কয়েকটি দাবি তুলে ধরেন নিহতদের পরিবারের সদস্যরা। তাঁদের দাবি, ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন নাগরিক সংগঠনের (সিএসও) সঙ্গে আলোচনা শুরু করুক রাজ্য সরকার। পাশাপাশি, দুই যুবকের শেষকৃত্য যাতে দ্রুত সম্পন্ন করা যায়, সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়ার আবেদনও জানান তাঁরা।

তাফৌ কুকি গ্রামের প্রধান এল চংলোইও মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এলাকার বাসিন্দাদের সমস্যার কথা তুলে ধরেন। হত্যাকাণ্ডের পর গ্রামে তৈরি হওয়া পরিস্থিতি এবং সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা নিয়ে তাঁদের উদ্বেগের কথা জানান তিনি।

## সিয়াংয়ে ১১,২০০ মেগাওয়াটের বাঁধের বিরোধিতা, আদি জনগোষ্ঠীর পাশে নাগাল্যান্ডের সংগঠন

**কোহিমা :** নাগাল্যান্ড কমিউনিটি কনজার্ভড এরিয়াস ফোরাম (এনসিসিএএফ) অরুণাচল প্রদেশের সিয়াং উপত্যকায় প্রস্তাবিত ১১,২০০ মেগাওয়াটের সিয়াং আপার মাল্টিপারপাস প্রকল্পের বিরোধিতায় স্থানীয় আদি জনগোষ্ঠীর পাশে দাঁড়িয়েছে। প্রকল্পের বিরুদ্ধে তাঁদের অবস্থানকে সমর্থন জানিয়ে সংগঠনটি বলেছে, উন্নয়নের নামে স্থানীয় মানুষের মতামত, প্রথাগত অধিকার ও পরিবেশগত উদ্বেগ উপেক্ষা করা যায় না।

এনসিসিএএফের চেয়ারম্যান হেইরাং লুনগালাং এবং সম্পাদক সেভে আর. ভাদেও এক বিবৃতিতে সিয়াং এলাকার গ্রামসভা বা কেবাংগুলির সিদ্ধান্তকে সম্মান জানানোর আহ্বান জানিয়েছেন। তাঁদের বক্তব্য, ২০২৫ সালের অগস্টে গেকুতে আয়োজিত জেনারেল বোগুম বোকাং কেবাংয়ে সিয়াং নদীকে 'আনে সিয়াং' বা দেবী নদী হিসেবে ঘোষণা করে বাঁধ নির্মাণ এবং সম্ভাব্যতা সমীক্ষার বিরোধিতা করা হয়েছিল।

২০২৬ সালের মার্চে রামকু কেবাংয়ের বৈঠকেও সিদ্ধান্ত হয়, সংশ্লিষ্ট গ্রামের অনুমোদন ছাড়া কেউ গ্রামের প্রতিনিধিত্ব করতে পারবেন না। এনসিসিএএফের অভিযোগ, প্রকল্পের সমীক্ষাকে ঘিরে এলাকায় নিরাপত্তা বাহিনীর উপস্থিতি বেড়েছে। যুবকদের আটক করা, প্রবীণদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার আশঙ্কা এবং ফসল কাটার সময়ে কৃষকদের জমিতে যেতে বাধা দেওয়ার মতো ঘটনাও ঘটছে বলে সংগঠনটির দাবি।

বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, নদী ও বন সংরক্ষণ আদি সমাজের দীর্ঘদিনের প্রথার অংশ। বিস্ফোরক, বিষ বা বিদ্যুৎ ব্যবহার করে মাছ ধরা এবং শিকারের বিরুদ্ধে স্থানীয়ভাবে বিধিনিষেধ রয়েছে। গুবুক-সহ একাধিক গ্রামে শিকার ছেড়ে সংরক্ষণে জোর দেওয়ার নজিরও তুলে ধরেছে সংগঠনটি।

এনসিসিএএফের মতে, বৃহৎ বাঁধের বিরোধিতা উন্নয়নের বিরোধিতা নয়। কেবাংগুলি উপনদীতে ছোট প্রকল্প নিয়ে আলোচনায় আগ্রহ দেখিয়েছে বলেও তাদের দাবি। তবে যে কোনও উদ্যোগে স্থানীয় সম্মতি, জীবিকা, সংস্কৃতি ও পরিবেশের সুরক্ষা নিশ্চিত করা জরুরি বলে জানিয়েছে সংগঠনটি। চিনের ইয়ারলুং সাংপো প্রকল্পের প্রেক্ষিতে সিয়াংয়ের কৌশলগত গুরুত্বের কথাও উঠেছে। তবে জাতীয় স্বার্থের প্রশ্ন থাকলেও স্থানীয় মানুষের অধিকার ও সম্মতিকে উপেক্ষা করা উচিত নয় বলে জানিয়েছে সংগঠনটি। এমনটাই বক্তব্য।

## নিরাপত্তা নিশ্চিত করেই ঘরে ফেরানো হবে বাস্তুচ্যুতদের, জানাল মণিপুর সরকার

**ইম্ফল :** মণিপুরে জাতিগত সংঘর্ষে ঘরছাড়া মানুষদের পুনর্বাসনের উদ্যোগ চালালেও তাঁদের নিরাপত্তাকেই সর্বাধিক গুরুত্ব দিচ্ছে রাজ্য সরকার। বাড়ি ফেরার পর নতুন করে হিংসা ছড়ানোর আশঙ্কা থাকায় সতর্ক প্রশাসন। রবিবার এ কথা জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী গোবিন্দাস কোঁথৌজম।

মণিপুর আন্তর্জাতিক বস্ত্র প্রদর্শনীর সমাপ্তি অনুষ্ঠানের পাশে তিনি বলেন, বাস্তুচ্যুত পরিবারগুলির দুর্দশা সম্পর্কে সরকার অবগত। তাঁদের নিজেদের এলাকায় ফিরিয়ে দিতে চেষ্টা চলছে। তবে প্রত্যাবর্তনের পর হামলা বা হিংসার ঘটনা ঘটতে পারে, সেই আশঙ্কাও বিবেচনায় রাখতে হচ্ছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কথায়, ঘরছাড়া মানুষের কষ্টের কথা সরকার জানে এবং তাঁদের পাশে রয়েছে।

এদিকে দীপাবলি ও মেইতেই সম্প্রদায়ের উৎসব নিংগোল চাকৌবার আগে বাস্তুচ্যুত পরিবারগুলির জন্য আর্থিক সহায়তা ঘোষণা করেছে সরকার। মোট ৫৮, ৮৬৩ জন উপভোক্তার জন্য রাজ্য আপৎকালীন তহবিল থেকে ৫ কোটি ৮৮ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। ইতিমধ্যে ১০টি জেলার জেলাশাসকদের অ্যাকাউন্টে অর্থ পাঠানো হয়েছে। জেলাগুলি হল ইম্ফল পশ্চিম, চূড়াচাঁদপুর, ইম্ফল পূর্ব, থৌবল, উখরুল, কাকচিং, কাংপোকপি, তেংনৌপাল, জিরিবাম ও বিষ্ণুপুর।

গোবিন্দাস জানান, অন্যদের মতো বাস্তুচ্যুত পরিবারগুলিও যাতে নিংগোল চাকৌবা পালন করতে পারে, সে জন্য সরকার সহযোগিতা করতে চায়। মেইতেই সমাজে এই উৎসবে বিবাহিত মেয়েরা বাবার বাড়িতে ফিরে পরিবারের সঙ্গে খাওয়াদাওয়া করেন। এর মাধ্যমে পিতৃপরিবারের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক আরও দৃঢ় হয়।

## কংগ্রেস-সিপিএমকে আর গ্রহণ করছেন না মানুষ, পুরভোটে ২১টি আসনেই জয়ের দাবি মানিক সাহার

**ধর্মনগর :** ত্রিপুরার আসন্ন পুর নির্বাচনকে ঘিরে রাজনৈতিক তৎপরতা বাড়ছে। এরই মধ্যে কংগ্রেস ও সিপিএমকে নিশানা করে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা মানিক সাহার দাবি, এই দুই দলকে আর গ্রহণ করছেন না রাজ্যের মানুষ। আগামী ২৭ নভেম্বরের পুর নির্বাচনে বিজেপি রাজ্যের ২১টি নগর স্থানীয় সংস্থাতেই জয়ী হবে বলেও প্রত্যয় প্রকাশ করেছেন তিনি। সোমবার উত্তর ত্রিপুরার ধর্মনগরে দলীয় নেতা-কর্মীদের সঙ্গে বৈঠক করে নির্বাচনী প্রস্তুতি ও রণকৌশল পর্যালোচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী। বৈঠকে ধর্মনগর পুর পরিষদের ২৫টি ওয়ার্ড এবং পানিসাগর নগর পঞ্চায়েতের ১৩টি ওয়ার্ডের নির্বাচনী পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হয়।

কংগ্রেস ও সিপিএমের রাজনৈতিক অবস্থান সম্পর্কে বলতে গিয়ে মানিক সাহা বলেন, 'কংগ্রেস ও সিপিএমকে আপনারা চেনেন। বর্তমানে মানুষ তাদের গ্রহণ করছেন না।' তবে বিরোধীদের প্রতি মানুষের অনীহা রয়েছে বলে দাবি করলেও বিজেপি যে নির্বাচনকে কোনওভাবেই হালকাভাবে নিচ্ছে না, তা স্পষ্ট করে দেন তিনি। দলীয় কর্মীদের সঙ্গে প্রস্তুতি ও নির্বাচনী কৌশল নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে বলেও জানান মুখ্যমন্ত্রী। কালীপুজোর




কারণে দলের বেশ কয়েকজন কর্মী ও সমর্থক অনুপস্থিত থাকলেও বৈঠকে বিপুল সংখ্যক মানুষের উপস্থিতি ছিল বলে দাবি করেন মানিক সাহা। তাঁর মতে, এই উপস্থিতি দলের সাংগঠনিক শক্তিরই প্রতিফলন।

শুধু ধর্মনগর ও পানিসাগর নয়, রাজ্যের সবকটি নগর স্থানীয় সংস্থাতেই বিজেপি জয়ী হবে বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, 'আমি আত্মবিশ্বাসী, রাজ্যের ২১টি নগর স্থানীয় সংস্থাতেই আমরা জয়ী হব। এই জয় শুধু ধর্মনগর ও পানিসাগরের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না, সর্বত্রই বিজেপি জিতবে। প্রধানমন্ত্রীর প্রতি উপহার হিসেবে এই জয় তুলে দিতে চাই।'

## মরিগাঁওয়ে ১,৯৮৪ একর জমিতে প্রতিরক্ষা শিল্প পার্ক, অস্ত্র উৎপাদনে অসমকে কেন্দ্র করার পরিকল্পনা হিমন্তের

**গুয়াহাটি :** উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রতিরক্ষা শিল্পের মানচিত্রে অসমকে গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে পরিণত করার পরিকল্পনা নিয়েছে রাজ্য সরকার। মরিগাঁও জেলার নেলিতে প্রায় ১,৯৮৪ একর জমির উপর রাজ্যের প্রথম প্রতিরক্ষা শিল্প পার্ক গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সেখানে অস্ত্র ও সামরিক সরঞ্জাম উৎপাদনের পরিকাঠামো গড়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মার দাবি, এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে দেশের পূর্ব সীমান্তে প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম পৌঁছে দেওয়ার সময় কমবে। পাশাপাশি রাজ্যের যুবকদের জন্য তৈরি হবে দক্ষ কর্মসংস্থানের সুযোগ।



রবিবার সমাজমাধ্যমে প্রকল্পের পরিকল্পনার কথা জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, পূর্ব সীমান্তের কাছাকাছি অস্ত্র উৎপাদনের ব্যবস্থা গড়ে উঠলে সামরিক সরঞ্জাম সরবরাহের দীর্ঘ পথ অনেকটাই কমানো সম্ভব হবে। এতে সেনাবাহিনীর প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম দ্রুত পুনরায় মজুত করা যাবে। জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে এই উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ বলেও উল্লেখ করেন তিনি। হিমন্তবিশ্ব শর্মার কথায়, 'আমাদের পরিকল্পিত প্রতিরক্ষা পার্ক অস্ত্র উৎপাদনকে দেশের পূর্ব সীমান্তের আরও কাছে নিয়ে আসবে। এতে সরবরাহের সময় কমবে, সামরিক সরঞ্জাম দ্রুত পুনরায় মজুত করা সম্ভব হবে এবং রাজ্যের যুবকদের জন্য দক্ষ কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে।'

গত ৩ নভেম্বর রাজ্য মন্ত্রিসভা মরিগাঁওয়ের নেলিতে প্রস্তাবিত প্রকল্পের জন্য প্রায় ১,৯৮৪ একর জমি বরাদ্দে অনুমোদন দিয়েছে। এই প্রকল্পের মধ্য দিয়ে প্রতিরক্ষা উৎপাদন ক্ষেত্রে অসমের প্রবেশের পথ খুলতে চলেছে।

মুখ্যমন্ত্রীর প্রকাশিত একটি ভিডিওতে এই উদ্যোগকে অসমের শিল্পায়নের পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, এত দিন দেশকে সুরক্ষা দেওয়ার দায়িত্ব পালন করেছে অসম, এবার দেশের জন্য প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম তৈরির ক্ষেত্রেও ভূমিকা নিতে প্রস্তুত রাজ্য।

উল্লেখ্য, অসমে প্রতিরক্ষা শিল্প করিডর গড়ে তোলার প্রস্তাব নিয়ে ২০২৪ সালে কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ের সঙ্গে আলোচনা করেছিলেন হিমন্তবিশ্ব শর্মা। তখন মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছিলেন, প্রস্তাবটি বিবেচনার উন্নত পর্যায়ে রয়েছে। তবে বিষয়টির কৌশলগত গুরুত্বের কারণে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে সময় লাগতে পারে বলেও ইঙ্গিত দিয়েছিলেন তিনি।

# ভোটে হারলেই 'ভোটচুরি'র অভিযোগ! রাহুলের সুরে ট্রাম্প-নেতানিয়াহুও

## নির্বাচনে বিপর্যয়ের পর ভোটপ্রক্রিয়া নিয়ে প্রশ্ন দুই রাষ্ট্রনেতার



**ওয়াশিংটন :** নির্বাচনে পরাজয়ের পর ভোটচুরির অভিযোগ তোলা যেন বিশ্বের রাজনীতিতে নতুন প্রবণতা হয়ে উঠেছে। ভারতের বিরোধী নেতা রাহুল গান্ধী থেকে শুরু করে ইজরায়েলের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু এবং মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প;পরাজয়ের পর ভোটপ্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন একাধিক রাজনৈতিক নেতা। নির্বাচন কমিশন, ইভিএম কিংবা ভোট গণনার পদ্ধতি নিয়ে অভিযোগের এই প্রবণতা এখন আন্তর্জাতিক রাজনীতিতেও আলোচনার বিষয়।

সম্প্রতি আমেরিকার মধ্যবর্তী নির্বাচনে ট্রাম্পের দল রিপাবলিকানদের বড় ধাক্কা খেতে হয়েছে। মার্কিন কংগ্রেসের দুই কক্ষেই দলের অবস্থান দুর্বল হয়েছে। প্রথমদিকে পরাজয় নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামাতে চাননি ট্রাম্প। তাঁর বক্তব্য ছিল, ব্যালটে তাঁর নাম বা মুখ না থাকায় সাধারণ মানুষ রিপাবলিকানদের ভোট দেননি। কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যেই সুর বদলে যায় মার্কিন প্রেসিডেন্টের। সোমবার নিজের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশালে নির্বাচনের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তিনি। তাঁর দাবি, নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে হয়েছে কি না, তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে। ভোটারদের চেয়েও ভোটযন্ত্রের কারসাজি বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

অন্যদিকে, ইজরায়েলের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুও নির্বাচনে পরাজয়ের পর একই ধরনের অভিযোগ তুলেছিলেন। তাঁর দাবি ছিল, আরব দলগুলি ভোটগ্রহণে কারচুপি করেছে। ঘুষ, হিংসা, হুমকি, ছাপ্পা ভোট এবং ভুয়ো নথি ব্যবহারের অভিযোগও তুলেছিলেন তিনি। বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু হলেও শেষ পর্যন্ত ভোটচুরির কোনও প্রমাণ মেলেনি। নির্বাচনের ফলাফলে নেতানিয়াহুর রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ গাদি আইজেনকোটের সরকার গঠনের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।

মধ্যবর্তী নির্বাচনে বিপর্যয়ের পর ট্রাম্পের মন্তব্যের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। ফলাফলকে আমেরিকার ইতিহাসের অন্যতম বড় অধঃপতন বলেও আখ্যা দিয়েছেন তিনি। তাঁর দাবি, শেয়ারবাজারেও এর প্রভাব পড়েছে। একদিনে বাজারের তিন লক্ষ কোটি ডলারের ক্ষতির প্রসঙ্গও তুলেছেন তিনি।

২০২৮ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রত্যাবর্তনের আশাও প্রকাশ করেছেন ট্রাম্প। তবে মার্কিন সংবিধানের ২২তম সংশোধনী অনুযায়ী, কোনও ব্যক্তি দু'বারের বেশি প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হতে পারেন না।

# সোনিয়ার আত্মজীবনীকে 'হোয়াইটওয়াশিং' আখ্যা বিজেপির, এমার্জেন্সি নিয়েও কটাক্ষ

**নয়াদিল্লি :** কংগ্রেস নেত্রী সোনিয়া গান্ধীর আত্মজীবনীমূলক বই 'বিলংগিং: অ্যা জার্নি অফ লাভ' প্রকাশ্যে আসতেই রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে বিতর্ক। মঙ্গলবার প্রকাশিত বইটিতে একাধিক বিস্ফোরক দাবি করেছেন সোনিয়া। আর তা নিয়েই কংগ্রেস ও গান্ধী পরিবারকে নিশানা করেছে বিজেপি। গেরুয়া শিবিরের অভিযোগ, আত্মজীবনীর নামে কংগ্রেসের অতীতের ভুল ও রাজনৈতিক অপরাধ আড়াল করার চেষ্টা করেছেন সোনিয়া। বইটির নাম 'বিলংগিং'-এর পরিবর্তে 'হোয়াইটওয়াশিং' রাখলেই বেশি যথাযথ হত বলে কটাক্ষ করেছে বিজেপি।

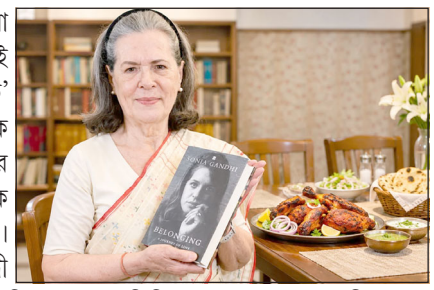

মঙ্গলবার বিজেপির মুখপাত্র সি আর কেশবন বলেন, বইটির নাম 'বিলংগিং' না রেখে 'হোয়াইটওয়াশিং' রাখলে তা আরও মানানসই হত। তাঁর অভিযোগ, কংগ্রেস সরকারের আমলে নেওয়া বিভিন্ন বিতর্কিত সিদ্ধান্তকে মিষ্টি মোড়কে উপস্থাপন করাই এই বইয়ের উদ্দেশ্য। একইসঙ্গে নেহরু-গান্ধী পরিবারের ঐতিহাসিক ভুল ও বিতর্কিত অধ্যায়গুলিকে আড়াল করার চেষ্টা করা হয়েছে। এক্স হ্যান্ডলে কেশবন লেখেন, সোনিয়ার স্মৃতিকথার মূল উদ্দেশ্য হল নেহরু ও গান্ধী পরিবারের ঐতিহাসিক ভুলগুলিকে আড়াল করা এবং কংগ্রেসের গুরুতর অপরাধগুলিকে ধুয়েমুছে সাফ করা।

বিশেষ করে জরুরি অবস্থা বা এমার্জেন্সি প্রসঙ্গে সোনিয়ার বক্তব্যকে ঘিরে সরব হয়েছে বিজেপি। নিজের স্মৃতিকথায় ১৯৭৫ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর জারি করা জরুরি অবস্থাকে 'ভুল' বলে স্বীকার করেছেন সোনিয়া। তাঁর মতে, সেই সময় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির অনেকটাই এড়ানো সম্ভব হত, যদি ইন্দিরা তাঁর ছোট ছেলে সঞ্জয় গান্ধীকে নিয়ন্ত্রণে রাখতেন।

তবে সোনিয়ার এই ব্যাখ্যা মানতে নারাজ বিজেপি। কেশবনের অভিযোগ, জরুরি অবস্থার সময় নাগরিকদের মৌলিক অধিকার খর্ব করা, সংবাদমাধ্যমের উপর সেন্সরশিপ চাপানো এবং গণতান্ত্রিক স্বাধীনতায় বিধিনিষেধ আরোপের মতো ঘটনাগুলিকে স্বাভাবিক ও যুক্তিসংগত হিসেবে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন কংগ্রেস নেত্রী।

# বিশ্বের সবচেয়ে দূষিত ৫০ শহরের ৪৯টিই ভারতে, শীর্ষে রাজস্থানের শ্রীগঙ্গানগর

**নয়াদিল্লি :** বিশ্বের সবচেয়ে দূষিত ৫০টি শহরের মধ্যে ৪৯টিই ভারতের। মঙ্গলবারের এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স (একিউআই) অনুযায়ী, ৮২১ সূচক নিয়ে শীর্ষে রয়েছে রাজস্থানের শ্রীগঙ্গানগর। দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানে পাঞ্জাবের ভাটিণ্ডা (৬২৯) এবং হরিয়ানার সির্সা (৫৪৪)। দিল্লির একিউআই ৩৯৩। তালিকায় শহরটির স্থান ২৪তম। ভারতের বাইরে একমাত্র পাকিস্তানের লাহোর রয়েছে তালিকায়। তার একিউআই ৪৩০। দূষণ নিয়ে দিল্লি ও পাঞ্জাবের মধ্যে রাজনৈতিক চাপানউতোর শুরু হয়েছে। ফসলের গোড়া পোড়ানোকে দূষণের কারণ বলে দাবি করেছে বিজেপি। অভিযোগ অস্বীকার করেছে আম আদমি পার্টি।

# তুরস্কের ইস্পাত কারখানায় ভয়াবহ বিস্ফোরণ, মৃত ১৭

## *চুল্লিতে ক্রেন পড়ে দুর্ঘটনা, তদন্তের নির্দেশ প্রেসিডেন্ট এরদোগানের*

**ইস্তানবুল :** তুরস্কের পশ্চিমাঞ্চলে একটি ইস্পাত কারখানায় ভয়াবহ বিস্ফোরণ ও অগ্নিকাণ্ডে অন্তত ১৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। এই ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও ১৩ জন। সোমবার দুপুরে ইজমির প্রদেশের আলিয়াগা জেলার হাবাস ইস্পাত কারখানায় দুর্ঘটনাটি ঘটে। প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, বয়লার পরিবর্তনের কাজ চলাকালীন একটি ক্রেন দুর্ঘটনাবশত চুল্লির ভিতরে পড়ে যাওয়ায় বিস্ফোরণ ঘটে। মুহূর্তের মধ্যে আগুন ছড়িয়ে পড়ে কারখানার বিভিন্ন অংশে।



স্থানীয় গভর্নর সুলেমান এলবান জানিয়েছেন, বয়লার পরিবর্তনের সময় ক্রেনটি দুর্ঘটনাবশত চুল্লির মধ্যে পড়ে যায়। এর জেরেই শক্তিশালী বিস্ফোরণ ঘটে। তবে ঠিক কী কারণে ক্রেনটি পড়ে গেল, তা এখনও স্পষ্ট নয়। ঘটনার প্রকৃত কারণ জানতে তদন্ত শুরু হয়েছে।

প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, বয়লার পরিবর্তনের জন্য কারখানায় উৎপাদন বন্ধ রাখা হয়েছিল। সেই কারণে দুর্ঘটনার সময় স্বাভাবিক দিনের তুলনায় শ্রমিকের সংখ্যা কম ছিল। সাধারণত প্রায় ৩০০ শ্রমিক কাজ করলেও সোমবার সেখানে প্রায় ২০০ জন উপস্থিত ছিলেন। ফলে বড় ধরনের প্রাণহানি কিছুটা এড়ানো গিয়েছে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্ট আধিকারিকরা।

বিস্ফোরণের পরপরই কারখানায় আগুন ছড়িয়ে পড়লে দমকল বাহিনীকে খবর দেওয়া হয়। দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের একাধিক দল, চিকিৎসক ও উদ্ধারকারী কর্মীরা। আহতদের উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে পাঠানো হয়। পাশাপাশি কারখানার ভিতরে আর কেউ আটকে রয়েছেন কি না, তা খতিয়ে দেখতে তল্লাশি চালানো হয়।

এদিকে, দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধানের নির্দেশ দিয়েছেন তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইপেই এরদোগান। তিনি জানিয়েছেন, এই ঘটনায় কোনও ব্যক্তি বা সংস্থার গাফিলতি ছিল কি না, তা বিস্তারিতভাবে তদন্ত করে দেখা হবে। তদন্তে কারও অপরাধ বা দায়িত্বে অবহেলার প্রমাণ মিললে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি পদক্ষেপ করা হবে।

শিল্পক্ষেত্রে নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং ভারী যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সতর্কতা বজায় রাখা হয়েছিল কি না, তদন্তে সেই বিষয়টিও খতিয়ে দেখা হবে।

# তামিলনাড়ুতে সরকারি অ্যাকাউন্ট থেকে উধাও ২২ কোটি, বিজয়কে নিশানা বিজেপির

**চেন্নাই :** তামিলনাড়ু সরকারের বিভিন্ন ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে উধাও হয়ে গিয়েছে ২২ কোটি ১০ লক্ষ টাকা। এই বিপুল অঙ্কের অর্থ তছরুপের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে রাজ্যজুড়ে। প্রাথমিকভাবে এর পিছনে নাইজেরিয়ার কোনও সাইবার অপরাধী চক্রের হাত থাকতে পারে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। অন্যদিকে, এই ঘটনা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বিজয়কে নিশানা করেছে বিজেপি। রাজ্য সরকারের কাছে জবাবদিহি চেয়েছেন পদ্ম শিবিরের নেতারা।



তামিলনাড়ুর সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, গ্রামোন্নয়ন দফতরের তিনটি সরকারি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে ওই টাকা গায়েব হয়েছে। এর মধ্যে রামনাথপুরম জেলার মণ্ডপম পঞ্চায়েত ইউনিয়নের অ্যাকাউন্ট থেকে ১৪ কোটি টাকা, নাগাপট্টিনম জেলা থেকে ৩ কোটি ১০ লক্ষ টাকা এবং তিরুপুরের ধরমপুরম পঞ্চায়েত ইউনিয়ন থেকে ৫ কোটি টাকা উধাও হয়েছে। সব মিলিয়ে তছরুপের পরিমাণ ২২ কোটি ১০ লক্ষ টাকা।

এই ঘটনায় মুখ্যমন্ত্রীকে আক্রমণ করেছেন বিজেপির তামিলনাড়ু শাখার সম্পাদক বিনোজ পি সেলভাম। সামাজিক মাধ্যমে তিনি প্রশ্ন তুলেছেন, জনতা জবাব চাইছে, বিজয় এখন কোথায়? তাঁর কটাক্ষ, সিনেমার তারকার ফ্যান ক্লাব ও তাদের সামাজিক মাধ্যমের প্রচার বাহিনী হ্যাশট্যাগ তৈরি করতে পারলেও রাজ্য পরিচালনা সম্পূর্ণ আলাদা বিষয়। একটি সরকার চালানোর দায়িত্ব ও সামাজিক মাধ্যমে প্রচার চালানোর মধ্যে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে বলেও মন্তব্য করেছেন তিনি।

# ভাইফোঁটা : কপালের একফোঁটা চন্দনে জড়িয়ে থাকে আজীবনের ভালোবাসা

বাঙালির উৎসব মানেই শুধু ধর্মীয় আচার কিংবা সামাজিক উদযাপন নয়, তার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে সম্পর্কের উষ্ণতা, পারিবারিক স্মৃতি এবং একসঙ্গে থাকার আনন্দ। দুর্গাপুজোর আনন্দ, কালীপুজোর আলো কিংবা লক্ষ্মীপুজোর ঘরোয়া আবহ পেরিয়ে কার্তিক মাসের শুক্লপক্ষের দ্বিতীয় তিথিতে আসে এমনই এক আবেগঘন উৎসব; ভাইফোঁটা। এই দিনটি যেন ভাই-বোনের সম্পর্কের জন্য আলাদা করে তুলে রাখা এক টুকরো সময়। যেখানে উপহারের চেয়ে বড় হয়ে ওঠে ভালোবাসা, আনুষ্ঠানিকতার চেয়ে বেশি গুরুত্ব পায় আন্তরিকতা।

ভাইফোঁটার সকালে বাড়ির পরিবেশটাই থাকে অন্য রকম। বোনের ব্যস্ততা, ভাইয়ের জন্য পছন্দের মিষ্টি সাজিয়ে রাখা, ফোঁটার থালা তৈরি, নতুন পোশাকের আয়োজন;সবকিছুর মধ্যে থাকে এক ধরনের অপেক্ষা। ভাই বাড়িতে পৌঁছনোর পর শুরু হয় মূল অনুষ্ঠান। কপালে চন্দন, দই কিংবা কাজলের ফোঁটা দিয়ে বোন কামনা করে ভাইয়ের দীর্ঘায়ু, সুস্বাস্থ্য ও মঙ্গল। প্রচলিত মন্ত্রের উচ্চারণে মিশে থাকে বহু প্রজন্মের বিশ্বাস; ‘ভাইয়ের কপালে দিলাম ফোঁটা,

যমের দুয়ারে পড়ল কাঁটা।’

তারপর মিষ্টিমুখ, উপহার বিনিময়, একসঙ্গে খাওয়াদাওয়া। কিন্তু এই আয়োজনের সবচেয়ে মূল্যবান মুহূর্তটি হয়তো কোনও আচারেই ধরা পড়ে না। তা লুকিয়ে



থাকে ভাই-বোনের চোখের ভাষায়, পুরনো দিনের গল্পে কিংবা বহুদিন পর দেখা হওয়ার আনন্দে।

ভাইফোঁটার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে প্রাচীন পৌরাণিক বিশ্বাস। প্রচলিত কাহিনি অনুযায়ী, সূর্যদেবের সন্তান যমরাজ ও যমুনা ছিলেন ভাই-বোন। দীর্ঘদিন ভাইয়ের সঙ্গে দেখা না হওয়ায় যমুনা তাঁকে নিজের বাড়িতে আমন্ত্রণ জানান। বোনের আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে যমরাজ তাঁর কাছে উপস্থিত হলে যমুনা তাঁকে সাদরে আপ্যায়ন করেন এবং কপালে তিলক পরিয়ে তাঁর দীর্ঘায়ু ও মঙ্গল কামনা করেন।

বোনের স্নেহে আপ্লুত যমরাজ তাঁকে বর দিতে চাইলে যমুনা প্রার্থনা করেন, এই বিশেষ দিনে যে ভাই বোনের কাছ থেকে তিলক গ্রহণ করবে, তার জীবনে অমঙ্গল যেন দূরে থাকে। সেই বিশ্বাস থেকেই ভাইদ্বিতীয়া বা ভাইফোঁটার প্রচলন বলে মনে করা হয়।

আরও একটি লোকপ্রচলিত কাহিনিতে কৃষ্ণের নরকাসুর বধের পর বোন সুভদ্রার তাঁকে তিলক দিয়ে বরণ করার প্রসঙ্গ উঠে আসে। কাহিনির ভিন্নতা থাকলেও মূল সুরটি এক;ভাই-বোনের সম্পর্কের প্রতি ভালোবাসা, শ্রদ্ধা ও মঙ্গলকামনা।

ভাইফোঁটার বিশেষত্ব এখানেই যে, এই উৎসবের কোনও জাঁকজমকপূর্ণ মঞ্চের প্রয়োজন হয় না। একটি ছোট্ট ফোঁটা, কয়েকটি মিষ্টি, কিছুটা সময় আর আন্তরিক ভালোবাসাই যথেষ্ট। ছোটবেলায় যে ভাইয়ের সঙ্গে সামান্য খেলনা নিয়ে ঝগড়া হয়েছে, বড় হয়ে সেই ভাইয়ের সাফল্যে বোন গর্বিত হয়। যে বোন একসময় ভাইয়ের সঙ্গে স্কুলে যেত, আজ সে হয়তো অন্য শহরে সংসার বা কর্মজীবন সামলাচ্ছে। তবু ভাইফোঁটার দিন দু'জনের কথোপকথনে ফিরে আসে সেই ফেলে আসা শৈশব।

অনেকের কাছে এই দিনটি আবার স্মৃতিরও। যাঁদের ভাই বা বোন আর পৃথিবীতে নেই, তাঁদের কাছে ভাইফোঁটা আনন্দের পাশাপাশি এক গভীর শূন্যতার দিন। পুরনো ছবি, স্মৃতির অ্যালবাম কিংবা একসঙ্গে কাটানো মুহূর্তগুলো মনে করিয়ে দেয়, কিছু সম্পর্কের অনুপস্থিতিও কতটা গভীরভাবে উপস্থিত থাকে মানুষের জীবনে।

সময়ের সঙ্গে ভাইফোঁটার উদযাপনে এসেছে পরিবর্তন। কর্মসূত্রে ভাই-বোনের অনেকেই এখন আলাদা শহর কিংবা দেশের বিভিন্ন প্রান্তে থাকেন। ফলে প্রতিবছর একই দিনে একসঙ্গে বসে ফোঁটা নেওয়া সম্ভব হয় না। কেউ ছুটি নিয়ে বাড়ি ফেরেন, কেউ ভিডিও কলের মাধ্যমে বোনের কাছ থেকে ফোঁটা নেন। অনলাইনেও পৌঁছে যায় উপহার, মিষ্টি কিংবা শুভেচ্ছা।

কিন্তু প্রযুক্তি দূরত্ব কমাতে পারলেও কাছাকাছি থাকার অনুভূতির বিকল্প হতে পারে না। তাই সুযোগ পেলেই বাড়ি ফেরার চেষ্টা করেন অনেকে। বিশেষ করে যাঁরা কর্মজীবনের কারণে দীর্ঘদিন পরিবারের বাইরে থাকেন, তাঁদের কাছে ভাইফোঁটা হয়ে ওঠে বাড়ি ফেরার অন্যতম উপলক্ষ।

ভাইফোঁটাকে শুধু ভাইয়ের দীর্ঘায়ু কামনার উৎসব হিসেবে দেখলে তার সামাজিক তাৎপর্য কিছুটা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। সময়ের সঙ্গে ভাই-বোনের সম্পর্কের ধারণাও আরও বিস্তৃত হয়েছে। বোনের নিরাপত্তা ও সম্মানের পাশে দাঁড়ানো যেমন ভাইয়ের দায়িত্ব, তেমনই ভাইয়ের কঠিন সময়ে সাহস জোগানো, তার পাশে থাকা বোনেরও ভালোবাসার প্রকাশ।

আজকের সমাজে নারী-পুরুষের সমান অধিকার, ব্যক্তিস্বাধীনতা ও পারস্পরিক সম্মানের প্রশ্ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেই বাস্তবতায় ভাইফোঁটা হওয়া উচিত একে অপরের স্বপ্ন, সিদ্ধান্ত ও স্বাধীনতাকে সম্মান করারও দিন। ভাই বোনের রক্ষাকর্তা, আর বোন কেবল আশীর্বাদদাত্রী; সম্পর্কের এই একমুখী ধারণা থেকে বেরিয়ে এসে পারস্পরিক নির্ভরতা ও সমান মর্যাদার বন্ধনকেই গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন।

উৎসবের দিন শেষ হয়। মিষ্টির বাক্স খালি হয়, নতুন পোশাক আলমারিতে উঠে যায়, কপালের ফোঁটাও একসময় মুছে যায়। কিন্তু ভাই-বোনের সম্পর্কের স্মৃতি মুছে যায় না। জীবনের নানা বাঁকে মতের অমিল হতে পারে, অভিমান জমতে পারে, দীর্ঘদিন কথা না-ও হতে পারে। তবু বিপদের দিনে যে মানুষটির কাছে নির্দ্বিধায় ফিরে যাওয়া যায়, অনেকের জীবনে সেই জায়গাটিই দখল করে থাকে ভাই কিংবা বোন।

আসলে ভাইফোঁটার সৌন্দর্য তার আচার-অনুষ্ঠানে যতটা, তার চেয়ে অনেক বেশি নিহিত রয়েছে সম্পর্কের গভীরে। এই দিনটি মনে করিয়ে দেয়, জীবনের ব্যস্ততা, দূরত্ব কিংবা সময়ের পরিবর্তন কোনও কিছুই শৈশব থেকে গড়ে ওঠা সেই বিশেষ বন্ধনকে সহজে মুছে দিতে পারে না।

কপালে দেওয়া একফোঁটা চন্দন হয়তো কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই মুছে যাবে, কিন্তু তার সঙ্গে জড়িয়ে থাকা ভালোবাসা থেকে যাবে সারা জীবন। ভাইফোঁটার প্রকৃত সার্থকতা সেখানেই;শুধু একটি দিন নয়, বছরের প্রতিটি দিন ভাই-বোনের পাশে থাকার প্রতিশ্রুতিতে।




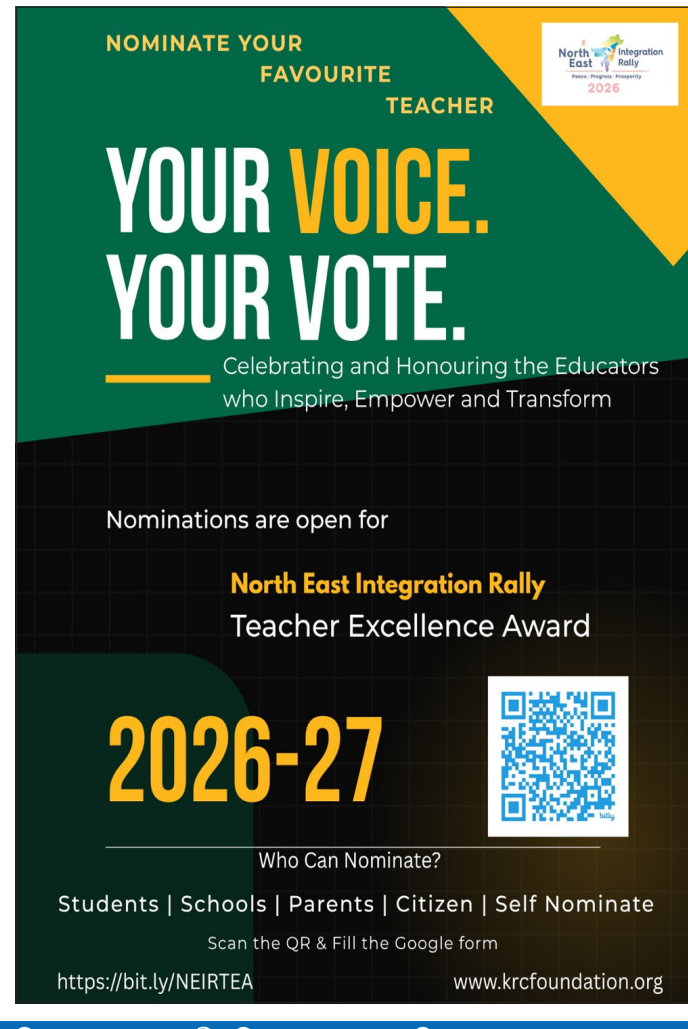


প্রকাশক : কেআরসি ফাউন্ডেশন, বাড়ি নং ১৫, ওল্ড কালীবাড়ি রোড, মালুগ্রাম, শিলচর, অসম—৭৮৮০০২।
প্রধান সম্পাদক : বিশ্বদীপ গুপ্ত। ফোন: ৮৭২১৮৩৮৩১৩। ই-মেল: krctimes@gmail.com। ওয়েবসাইট: www.krctimes.com।

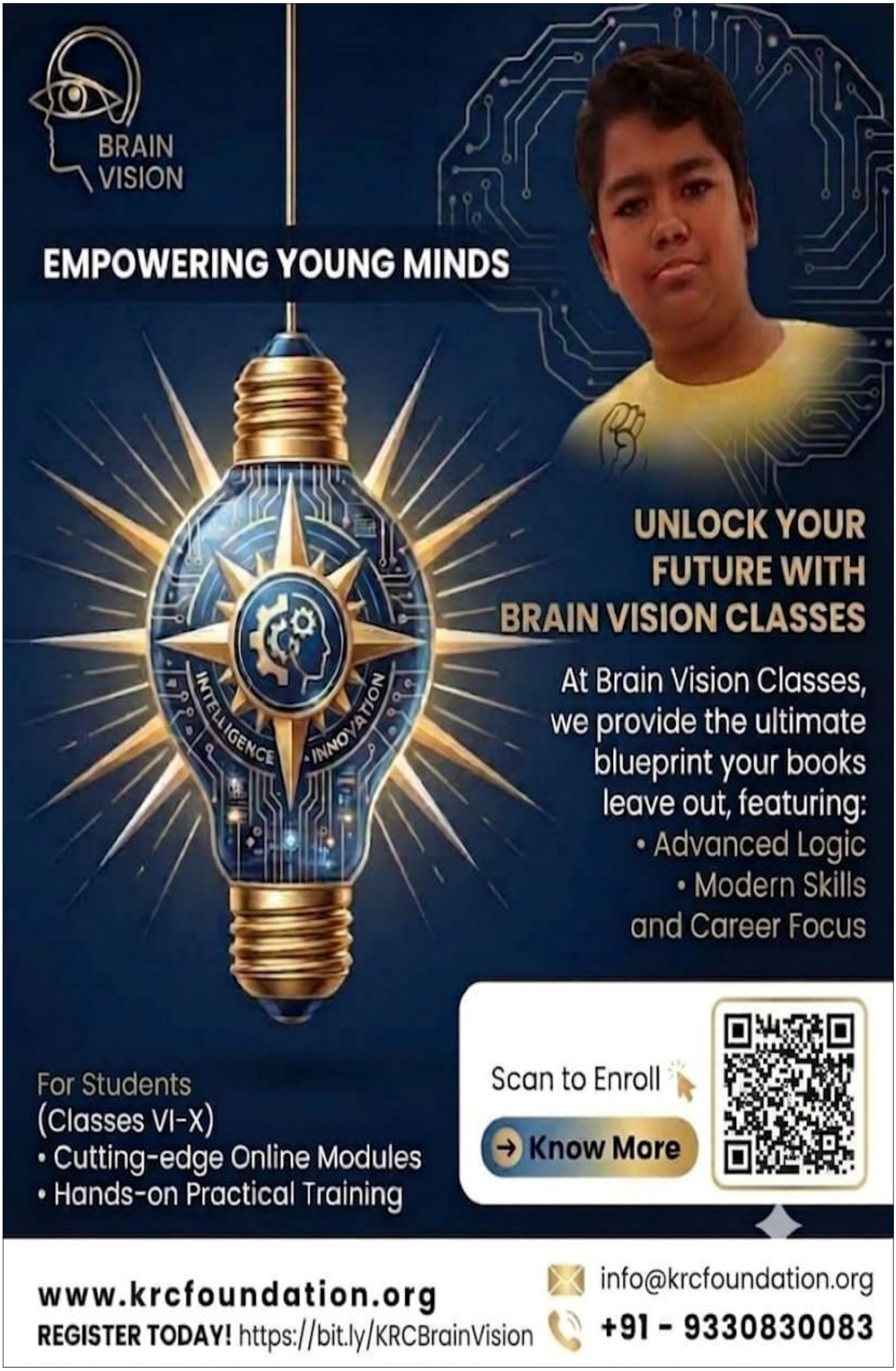
BRAIN VISION
EMPOWERING YOUNG MINDS
UNLOCK YOUR FUTURE WITH BRAIN VISION CLASSES
At Brain Vision Classes, we provide the ultimate blueprint your books leave out, featuring:
• Advanced Logic
• Modern Skills and Career Focus
INTELLIGENCE
INNOVATION
For Students
(Classes VI-X)
• Cutting-edge Online Modules
• Hands-on Practical Training
Scan to Enroll
→ Know More
www.krcfoundation.org
REGISTER TODAY! https://bit.ly/KRCBrainVision
info@krcfoundation.org
+91 - 9330830083

KRC FOUNDATION

# কেআরসি টাইমস ই-কপি

দৈনিক উত্তর-পূর্ব সংস্করণ

কেআরসি টাইমস
স্টে এনরিচড

## আমাদের সম্পর্কে

কেআরসি টাইমস হল কেআরসি ফাউন্ডেশনের একটি সাংবাদিকতামূলক উদ্যোগ, যেখানে আমরা আমাদের মূল দর্শন 'যোগাযোগহীনদের সংযুক্ত করা' অনুসরণ করি। আমরা না-বলা এবং না-শোনা গল্পগুলিকে সকলের সামনে তুলে ধরি, যার লক্ষ্য হল প্রান্তিক মানুষের কাছে পৌঁছানো।

## কেআরসি টাইমস ই-কপি

### উত্তর-পূর্ব ভারত সংস্করণ

- প্রতিদিন সন্ধ্যায় ৫ পৃষ্ঠার ই-কপি প্রকাশিত হয়
- প্রথম পাতা, সম্পদকীয়, আঞ্চলিক, জাতীয় ও ৫ই/বিজ্ঞাপন
- ৩৬৫ দিনের জন্য মাত্র ৩০০ টাকায় সাবস্ক্রাইব করুন

## কেন ই-পেপার?

প্রতিদিন সন্ধ্যার মধ্যে দ্রুত পড়ে নেওয়া যায় এমন দিনের সেরা খবর, তথ্য ও বিশ্লেষণ পান

## স্বচ্ছ সাংবাদিকতা

কেআরসি টাইমস ই-কপি হল নিরপেক্ষ খবর এবং তথ্য প্রদানের একটি আন্তরিক প্রচেষ্টা

## কার জন্য?

ছাত্রছাত্রী, যুবসমাজ, উদ্যোক্তা, অভিভাবক এবং পেশাদার...

আপনার কপি পেতে আপনার নাম্বার পাঠান
WhatsApp: 8721838313
e-mail: krctimes@gmail.com

নলেজ রিসোর্স সেন্টার ফাউন্ডেশন
KNOWLEDGE RESOURCE CENTRE FOUNDATION

যোগাযোগ করুন
+91-8721838313

www.krctimes.com/bangla

https://bit.ly/whykrctimes

KRC TIMES
STAY ENRICHED

# GROW YOUR BRAND WITH US!



***KRC TIMES***

Our media platform can help elevate your brand's reach and build awareness to a niche market and cover the last miles that align with your business goals and purposes.



OUR PLATFORMS:

| | | |
|---|---|---|
| Website | YouTube | Social Media |
| Magazine | E-Copy | Events |

**For more information, please contact us at:**

www.krctimes.com  info@krcfoundation.org

**DOWNLOAD ADVERTISEMENT RATE CARD**
https://bit.ly/krctimesratecard